

হিসাব মিলেনা উত্তর পাই না

১০ম পর্বের ২য় অংশ

দিগন্ত বড়ুয়া

পূর্ববর্তী পর্বের পর থেকে

বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সমস্যা নতুন নয়। নির্যাতিত ও নির্যাতনকারী উভয়েই জন্মগত ভাবে বাংলাদেশের নাগরিক। নির্যাতিতরা প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের নাগরিক। আর নির্যাতনকারীরা অধিবাস সূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হলেও তাদের ঐতিহ্যের ধারা ও ধারণা মূলতঃ বাংলাদেশী নয় কোন ভাবেই। এরা আরবের বেদুঈন দাস বললে খুব বেশী বলা হয় না। আর যারা এই হত্যা, নির্যাতন সহ নানাবিধ যন্ত্ররূপী কাজে যে কোন ভাবেই মদদ দিয়ে যাচ্ছে তারাও কোন ভাবে বাংলাদেশের জাতীয়তায় বিশ্বাসী নয়। কেননা তাদের এছালাম নামক সন্ত্রাসী দলিল ও চক্র তাদের উন্মাদনা যোগায় প্রতিক্ষন। তাই সর্ব বিষয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা যায় বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সমস্যা কোন ভাবেই রাজনৈতিক নয়। এটা ধর্মীয় সমস্যা। এই বিষয়ে সরল বিশেষনে বলতে হয় এছালাম মানে সন্ত্রাস আর মুসলিম মানেই সন্ত্রাসী। এই বিশেষনের দ্বিতীয় মত প্রকাশের আর কোন পথ খোলা নাই অন্তত সচেতন মহলের।

এই লেখা যখন শুরু করেছি ঠিক কিছুক্ষন পরে আমার ফোনটি বেজে উঠে। এক মিনিটের জন্য ফোন করে আমাকে বলে এই নম্বরে একটি ফোন দে দিগন্ত। কথা বলতে গিয়ে যে কয়টি কথা সাধারণ মানুষকে জানানো উচিত বলে মনে করেছি তাই লিখছি। মহালছড়ির ঘটনা ঘটে গেল আজ অনেক দিন হয়। সরকার বলেই দিয়েছিল কোন তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে না। এই ঘটনার শিকার এক মহিলা যার কথা আমি এই লেখার পূর্ববর্তী এক অংশে লিখেছিলাম। তার নাম কিপিলী। একটি দোকানই যার সম্বল ছিল আজ তা নাই। যার ছোট একটি সাজানো সংশার ছিল আজ আর নাই। যার ছোট শিশুটি সকালে ঘুম থেকে উঠে স্কুলে যেত। যাবার সময় মায়ের হাতে একমুঠো নরম ভাতের সাথে ডিমের কুসুম মেখে খেতো। সে গত বছর স্কুলের বার্ষিক পরিক্ষা দিতে পারেনি। তার এখন সেই সকাল বেলার নিত্যদিনের খাবার খেতে পারেনা। আত্মীয়ের বাড়ীতে আশ্রিত সেই শিশু ও তার পিতা মাতা। সচেতন কেউ কি একবার কল্পনায় ভেবে দেখেছেন কোন আশ্রিত অবস্থার কথা? এরকম শত শত মানুষ এখন খেয়ে না খেয় দিন কাটাচ্ছে। কেউ পালিয়ে ভারতের আশ্রয় শিবিরে। কেন তাদের এমন হল ? কি জন্য এমন হলো? কেউ কি বলবেন? এই নির্যাতন চালিয়েছিল কারা ? কেন এই নির্যাতন ? এক কথায় আবারো বলতে হয় উন্মাদ এছালামী জোশে আক্রান্ত একদল উন্মাদ মুসলিম জন্ত। এই নির্যাতন মুসলিম নামক বর্বরদের ধর্ম নামক সন্ত্রাসের দলিল থেকেই।

১৬ই অগাষ্ট ৮৫ যক্ষা বাজার আর্মি ক্যম্পের ৩০৫তম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের নায়ক সুবেদা তোফাজ্জল হোসেন ও সেটেলারের দল যোশ বাহীনিরা মিলে জুরাছড়ি থানার যক্ষা বাজারের দেবছড়ি গ্রামে জরিপ মোহন চাকমার বাড়ীতে হামলা চালিয়ে তার সহায় সম্বল গুড়িয়ে দেয় ও তার ১৬ বছর বয়সী মেয়ে জঙ্গল রানীকে তারই মা বাবার সামনে

গণ ধর্ষন করে চলে যায়। কারণ ! কোন কারণ নাই। যোশের আঙুনে উন্মাদ শান্তিকামীদের ধরনের প্রকাশ মাত্র।

১৬ই অগাষ্ট ৮৫। দীঘিনালা সেনানিবাসের ক্যাপ্টেন হারুন ও লেঃ ইনামুলের নেতৃত্বে একদল সেটেলার দীঘিনালা থানার উত্তর পুকুর ঘাট গ্রামের বিহারী চাকমা কে তার নিজের বাড়ীতে গিয়ে অকথ্য শারীরিক নির্যাতন চালায়। তার পা বেধে গাছের ডালের সাথে ঝুলিয়ে মুখ ও নাকের মধ্যে পানি ঢেলে বর্বর নির্যাতন চালায়। কেন ? কারণ সে তার চাষের ফসল জোর করে নিয়ে যাওয়ায় বাধা দিয়েছিল বলে।

১৬ই অগাষ্ট ৮৫। মহালছড়ি থানার আদাম গ্রামের শিক্ষক রবি চন্দ্র চাকমা সেনাবাহিনী ও সেটেলার কতৃক পাহাড়ী গ্রামের মহিলা ও ছাত্রীদের ধর্ষনের ও পাহাড়ীদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে মহালছড়ি আর্মি ক্যাম্পের ১৩তম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর শরীফের কাছে অভিযোগ করতে গেলে তার অভিযোগ গ্রহন না করে তাকে শারীরিক ভাবে নির্যাতন করে ও তার শরীরে গরম পানি ঢেলে দেয়।

১৭ই অগাষ্ট ৮৫। যক্ষা বাজারে ৩০৫ নং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের নায়েক সুবেদার তোফাজ্জল জুরাছড়ি থানার চোকপতি গ্রামে কালাবুয়া চাকমার ১৬ বছরের মেয়েকে ধর্ষন করে।

১৩ই অক্টোবর ৮৫। দুদুকছড়ি বি ডি আর ক্যাম্পের ২৪তম ব্যাটালিয়ানের সুবেদার কোব্বাত আলী পানছড়ি থানার চেঙ্গী ইউনিয়নের করল্যাছড়ি গ্রামে আক্রমণ চালিয়ে অনিল চাকমা ৪০, কলেজ ছাত্র লাল বিহারী চাকমাকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গিয়ে মারধর করে টাকার জন্য। পরে তাদের কাছ থেকে যথাক্রমে ৫ হাজার ও ৪ হাজার টাকা নিয়ে মুক্তি দেয়।

৫ই ডিসেম্বর ৮৫। পানছড়ির কার্বারী পাড়ায় অনন্ত চাকমার মেয়ে শান্তি প্রভা ১৬ কে গণ ধর্ষন করা হয় সেটেলার ও আর্মি মিলে।

ভূষনছড়া হত্যা কাণ্ডের কথা ও কম বেশী সবাই জানে। এই হত্যা কাণ্ডও ঘটায় সেটেলার ও আর্মি মিলে। তখনো অনেক সংখ্যালঘু পাহাড়ী দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়। যারা প্রাণে বেচে ভারতের মিজোরাম আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নেয় তাদের পরবর্তীতে জোর পূর্বক মিজোরাম ত্যাগে বাধ্য করা হয়। এর পর ১লা জানুয়ারী ১৯৮৬ সালে লঞ্চে করে শরণার্থীদের আনার পথে লঞ্চে কেবিনে প্রায় শ'খানের মহিলা শিশু যুবতীকে ধর্ষন করা হয়। আবার কেউকে ধর্ষনের পরে পানিতে ফেলে দিয়ে হত্যা করা হয়। এই ধর্ষনের শিকার হয় সাত বছরের শিশু থেকে ৪৪ বছরের মধ্য বয়সী মহিলা।

২৪শে জানুয়ারী ৮৬। ৭ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের চুরাখালী ক্যাম্পের সৈন্যরা কিছু সংখ্যক সেটেলার নিয়ে অতর্কিত হামলা চালায় লংগদুর গিলাতুলী গ্রামে। মনোরঞ্জন চাকমার বাড়ীতে অবৈধ অস্ত্র আছে বলে ব্যাপক তল্লাসী চালায়, তারপর তার বাড়ীতে

আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। একই সময়ে সেটেলার ও আর্মি মিলে তার ১৫ বছর বয়সী মেয়ে অনিতাকে গণ ধর্ষন করে রক্তাক্ত ও অজ্ঞান করে। তার পাশের বাড়ীর ১৪ বছর বয়সী সোনাদেবীকেও গণ ধর্ষন করে রক্তাক্ত ও অজ্ঞান করে ফেলে চলে যায়।

২রা ফেব্রুয়ারী ৮৬। বড়মাছড়া মরমছড়ি মুখ এলাকার আর্মি ক্যাম্পের সুবেদার স্থানীয় সংখ্যালঘুদের চাপ দিতে থাকে যেন তারা তাদের জীবিকায় ব্যবহারিত বলদ ও ছাগল দেয় খেতে। আর না দিতে পারলে যেন টাকা দেয়। এই জন্য কেউ কিছু না দিলে এলাকার বেশ কিছু মানুষজনকে বেধরক পিটিয়ে অজ্ঞান করেফেলে।

৬ই ফেব্রুয়ারী ৮৬। মহালছড়ি থানার আর্মি ক্যাম্পের ১৩তম ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের লেঃ জগলুল দেওয়ানছড়ার কিছু মানুষজনকে জনসংহতি সমিতিতে সমর্থন করার দায়ে মধ্য আদামের বৌদ্ধ বিহারে নিয়ে গিয়ে শারীরিক নির্যাতন চালায়।

১৫ই ফেব্রুয়ারী ৮৬। পার্বত্য এলাকায় সেটেলারের দ্বারা সৃষ্ট সংঘাতে বরনছড়ি আর্মি ক্যাম্পের ২৬তম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের লেঃ শরীফ এর নেতৃত্বে একদল সেটেলার ও আর্মি মিলে লংগদুর বিভিন্ন গ্রামে হামলা চালিয়ে বেশ কিছু বাড়ীঘর জ্বালিয়েদেয়। তার সাথে সাথে শিশু যুবতি বৃদ্ধাদের গণ ধর্ষন করে। কয়েকজন ধর্ষিতার নাম : সুরমা ২৮ চন্দ্রাগন্ধা ৪৭ কালাবী ৪৫ অজলতা ২১ ও মিথা ১১।

১৮ই ফেব্রুয়ারী ৮৬। লেঃ আহম্মদ শরীফ, তার সৈন্য দল ও সেটেলার মিলে লংগদুর পাহাড়ী তুন্যাছড়ি পেত্যাছড়ি গ্রামে হামলা চালায়। ব্যাপক হারে ধর্ষন ও হত্যা চালায় গোপনে। এই ধর্ষন যজ্ঞে মেদোলি চাকমা নামক এক স্কিনকায় গৃহ বধুকে সেটেলার বাহীনি পালা ক্রমে ধর্ষন করার ফলে ধর্ষিতা অবস্থায় মারা যায়। প্রায় ২২টির মত বাড়ী ঘর জ্বালিয়েদেয়। কেউ কেউ চিরতরে পঙ্গু হয়ে যায়। এই সময় সৈন্যেরা স্থানীয় যুবক ও পুরুষদের বেধে ইলেক্ট্রিক শক দিতে থাকে আর এই সুযোগে সেটেলারেরা তাদের ধর্মীয় উলঙ্গ মানবতার প্রকাশ ঘটাতে থাকে।

২৭শে ফেব্রুয়ারী থেকে ১লা মার্চ '৮৬ সাল। নানিয়ারচর, কুদুকছড়ি ও বগাছড়ি আর্মি ক্যাম্পের কিছু সৈন্য ও লেঃ হানিফের নেতৃত্বে এবং তার সাথে স্থানীয় রশিদ বলি নামক জনৈক সেটেলারের দলবল নিয়ে অপারেশানের নামে কতোয়ালী থানার মাইচছড়ি ও কৃষ্ণ ছড়ি গ্রামে হামলা চালিয়ে অসংখ্য উপজাতীয় মহিলা, যুবতী, বালিকাকে ধর্ষন করে। এই সময় সেটেলারেরা হুমকি দিয়ে বলে যে তোমরা বাঁচতে চাইলে ভারতে চলে যাও। এই ঘটনা চলাকালিন সমতল ভূমির এক বৌদ্ধ ভিক্ষু উক্ত এলাকায় ছিলেন। তিনি নিজের চোখে দেখেন, মাইচছড়ি গ্রামের কালিপদ চাকমার মেয়ে কদম্পুদি চাকমা (১৮) কে ৪০ তম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কয়েকজন সৈন্য ও রশিদ বলির ছেলে মিলে গণ ধর্ষন করে। একই দিন ওয়াক্কো চাকমার ১২ বছরের মেয়ে বুবি চাকমাকেও সৈন্যেরা ও রশিদ বলির দলের লোকজন মিলে গণ ধর্ষন করে। সবাইকে হুমকি দেয় এই বলে যে বাংলাদেশ তোদের নয়, যত শিঘ্রই পালাবি ততই তারাতারি বেঁচে যাবি। উল্লেখিত ভিক্ষু চট্টগ্রামে ফেরার পর দেশের বিভিন্ন দৈনিকীতে এই খবর জানান, কিন্তু কেউ এই খবর না

ছাপানোয় পরে তিনি ভারতের কোন এক জাতীয় দৈনিকীতে এই খবর পাঠান ও পরে ছাপা হয়।

৫ই মার্চ ১৯৮৬। কাগুই কতোয়ালী থানার গোলাছড়ি গ্রামে হামলা চালায় ধুপশীল আর্মি ক্যাম্পের সৈন্যরা। এই হামলায় গরিয়া তঞ্চুংগ্যা, বীর তঞ্চুংগ্যা, সুন্দরমনি দেওয়ান, মনি চাকমা সহ আরো অনেকে আহত হয়। কারণ ছিল আর্মিরা তাদের কাছে ধান সহ হাস মুরগী চেয়ে না পেয়ে এই হামলা চালায়।

১১ই মার্চ '৮৬। লংগদু থানার শিলছড়ি গ্রামের রাজেন্দ্র চাকমার ছেলে রজনীকে ২৬তম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লেঃ কঃ জিল্লুর রহমানের নিকট হাজির হতে নির্দেশ দেয়। হাজির হলে তার কাছে জানতে চায় শান্তি বাহিনী সম্পর্কে। মানসিক প্রতিবন্দী রজনী কিছু বলতে না পারলে তাকে চাবুক দিয়ে বেধরক শারীরিক নির্যাতন করা হয়।

১৬ই মার্চ ১৯৮৬। ২৬তম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর মুস্তাফিজ লংগদু থানার কুলক্যা গ্রামে হামলা চালায় কারণ হিসেবে জানা যায় উক্ত এলাকায় সেটেলারদের ভূমি দেবার জন্য বিভিন্ন উপজাতীয় পরিবারে চাপ দিতে থাকে। ভূমি দিতে কেউ সম্মত না হলে আর্মিরা গ্রাম সহ সবাইকে শারীরিক নির্যাতনে নেমে পরে সেটেলার বাহিনী নিয়ে।

১৭ই মার্চ ৮৬। ভরদুপুরে সবাই ঘরে বিশ্রামরত। ফকিরছড়া আর্মি ক্যাম্পের ৩০৫তম ব্রিগেডের কিছু সৈন্য ও কয়েকজন সেটেলার মিলে বরকল থানার সুবলং গুচ্ছগ্রামে হঠাৎ হামলায় ঝাপিয়ে পরে। কয়েকটি ঘরে আগুন দেবার চেষ্টা করে। আর এরই মাঝে গুরি মিলা চাকমা (১৪) ও মিলাসো চাকমা (১৫) গণ ধর্ষণ করতে করতে হত্যা করে বাঙ্গালী সেটেলার মুসলিম নামক জন্তু।

২০শে মার্চ ৮৬ বারবুন্য, জদুগাছড়া, তলেছড়া, শনখোলা পাড়া নানিয়ারচরের এই পাড়া গুলোতে অতর্কিত হামলা চালায়। প্রথমে হামলা শুরু করে সেটেলারেরা তার পর সামরিক লোকজন ও অংশ নেয়। এই নির্যাতনে অনেক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা জীবনের জন্য শারীরিক পঙ্গু হয়ে যায়।

একই বছরে অর্থাৎ ৮৬ সালের এপ্রিল মাসে ও কয়েকটি ঘটনা সংঘটিত হয়। মহালছড়ি জগনাতুলি এলাকার বিনোদ চাকমাকে হঠাৎ আর্মির লোকেরা ডেকে পাঠায় ৮ তারিখ সকাল বেলা। ২৬তম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর রেহান তার কাছে জানতে চায় শান্তি বাহিনীর খবর। সে কোন খবর দিতে নাপারায় তাকে বেধরক পিটিয়ে গ্রেফতার করে। এই মাসেরই ১৪ই এপ্রিল নানিয়ারচর থানার চেকোপাড়ায় হামলা চালায় ২৬তম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যরা। অনেক লোক আহত হয়। অনেকে প্রাণের ভয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। এই সময় সেটেলার ও একদল আর্মি মিলে তুংতল্যা গ্রামে পিলাকানা চাকমার স্ত্রী পিলাকানী চাকমাকে (১৮) কে গণ ধর্ষণ করে রক্তাক্ত করে চলে যায়।

১৯৮৬ সালের মে মাসের ৭ তারিখ থেকে শুরু হয় আরো জঘন্য অত্যাচার। নানিয়ারচর থানার বাকছড়ি থুম আদমে গ্রামের পর গ্রাম ২৬তম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্য ও সেটেলার মিলে গন লুটপাট চালায়। স্বর্নালংকার, টাকা পয়সা থেকে শুরু করে গবাদি পশু কিছুই রেখে যায় নাই। যাবার সময় বাড়ীঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে যায়। শারীরিক জখম করে শত শত নারী পুরুষ শিশু। এই হামলার সময় অনেকেই প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে তারা নিজের পূর্ব পুরুষের ভিঠেমাটি হারায়। তার ঠিক পরের দিন রাজামাটি জেলার বাঘাইছড়ি থানার উগলছড়ি, তুলাবান, জীবঙ্গছড়া, লাল্যাঘোনা সহ প্রতিবেশী সবকটি গ্রামে হামলা চালায় সেটেলার, ভি ডি পি, বি ডি আর ও সেনাবাহিনী মিলে। এই হামলায় গণহারে লুটপাট, কেটে হত্যা, বেধরক পিটানো, গুলি করে খুন সহ প্রায় শতখানেক মহিলা শিশু যুবতিকে ধর্ষন করা হয়। এছাড়াও প্রায় সব গ্রামের অনেক বাড়ীঘর সহ তিনটি বৌদ্ধ মন্দির জ্বালিয়ে দেয়। লাল্যাঘোনার নবজ্যোতি বৌদ্ধ বিহারে হামলা চালিয়ে চারটি বুদ্ধ মূর্তি ধ্বংস করে দেয়। এই সময় বিহারধ্যক্ষ প্রজ্ঞাসার ভিক্ষুকে মারাত্মক জখম করে এবং বৌদ্ধ বিহারে লুটপাট করার পরে জ্বালিয়ে দেয়। এই হত্যা ও নির্যাতনের পরে যারা বাড়ীঘর হারিয়েছিল ও যারা প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল তাদের নিজেদের বাড়ীঘরের জায়গাজমি সেটেলারেরা দখল করেনেয়। অতি সুপরিষ্কল্পিত এই হত্যা ধর্ষন ও নির্যাতনের যারা পরিকল্পনা করেন তারা হলেন ১৪তম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লেঃ কঃ জালাল আবেদ, ১৪তম বি ডি আর ব্যাটালিয়ান মেজন খায়রুল আলম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার আমিরুল করিম, হায়দার আলী, ভি ডি পি কমান্ডার হাসান আলী, ভি ডি পির এডজুটেন্ট অফিসার কবির। এই বর্বল এছালামী জন্ত গুলো এছালামী জোশে মত্ত হয়ে উক্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিকল্পনা আঁকতে গোপনে বৈঠক করে উক্ত বর্বরতা ঘটায়। এই সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডে আরো এছালামী বর্বর জন্ত যারা প্রতক্ষ্য ভাবে অংশগ্রহন করে তারা হল রূপকারী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শামশুল, বাঘাইছড়ির জীবঙ্গছড়ার ব্যবসায়ী আজিজুর, বাঘাইছড়ির কাচলং বাজারের হাফিজ মাঝি সহ প্রায় দুই শতাধিক এছালামী জোশ ওয়াল জন্ত।

আজকের লেখা শেষ করতে হবে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনকারী কে বা কারা সবাই আজ জানে। এই দল উন্মাদ এছালামী জোশে মত্ত নিরিহ মানুষের রক্তখেকো মুসলিম নামক সন্ত্রাসী চক্র। রক্তখেকো এই এছালামী জোশ ওয়ালারা ধ্বংস হোক।

পৃথিবীর সকল প্রাণী সুখি হোক, শান্তিতে থাকুক।

৪/১/২০০৪

তথ্য সূত্রঃ আমার নিজের দেখা কিছু ঘটনা স্থল থেকে, কিছু পার্বত্য বিষয়ক বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে, বিভিন্ন মাধ্যমে ও কিছু প্রকাশিত সূত্রে সংগ্রহীত।